Bangladesh Garment Manufacturers
& Exporters Association
"Made in Bangladesh with Pride"

FARUQUE HASSAN
PRESIDENT

বিজ্ঞপ্তি নং- বিজিএ/হেলথ/২০২২/১২৮

তারিখ ঃ ২৩ জুন, ২০২২

''সকল সম্মানিত সদস্যের জন্য''

বিষয়ঃ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, সম্প্রতি দেশে করোনা সংক্রমন আবারো বাড়তে শুরু করেছে। এই সংক্রমনের হার বর্তমানে ১৩% এর উপরে। তৈরী পোশাক শিল্পে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক/কর্মচারী নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই শ্রমিক/কর্মচারীরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মেরুদন্ড এবং প্রধান চালিকা শক্তি। করোনা কালীন সময় থেকে অদ্যবধি শ্রমিক/কর্মচারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে দেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছে। উল্লেখ্য যে, আপনাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তৈরী পোশাক শিল্পে সংক্রমনের মাত্রা অতি সামান্য ছিল। সকল কারখানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, আইএলও এবং বিজিএমইএ প্রদত্ত সুরক্ষা গাইড লাইন এবং স্বাস্থ্য প্রটোকলসমূহ যথাযথভাবে অনুসরন করে সংক্রমন নিয়ন্ত্রনে রাখা সম্ভব হয়েছে। আশা করি অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বর্তমানেও করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রনে রাখা সম্ভব হবে, ইনশা আল্লাহ। এই ভাইরাস মোকাবেলার জন্য পূর্বের ন্যায় সকল কারখানায় নিম্নে উল্লেখিত স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে অনুসরন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলোঃ

১. সঠিক নিয়মে মাস্ক পড়ুন, টিকা গ্রহনের পরও মাস্ক পড়ুন, সেবা পেতে মাস্ক পড়ুন।
২. নিজের ও পরিবারের এবং আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শ্রমিকদের করোনা ভাইরাসের টিকার সকল ডোজ নিশ্চিত করে নাগরিক দায়িত্ব পালন করুন।
৩. কারখানা খোলা এবং ছুটির সময়ে গেইট বা কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমিকদের ভীড় এড়ানোর লক্ষ্যে কারখানায় প্রবেশ ও কারখানা ত্যাগ করার বিষয়ে Staggered Time নির্ধারণ করার উপর জোড় দেওয়া।
৪. শারিরীক দুরত্ব বজায় রেখে গমানাগমন পথের ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৫. সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কর্মঘন্টা বিভিন্ন শিফ্‌টে নির্ধারণ করা।
৬. ফ্লোরে বা কাজের স্থানগুলোতে ভীড় এড়িয়ে চলতে শ্রমিকদের উৎসাহিত করা।
৭. দুপুরের খাবারের বিরতি বা অন্যান্য বিরতি যথাসম্ভব Staggered Time এ করা।
৮. কারখানায় প্রবেশের সময় শ্রমিকদের দেহের তাপমাত্রা পরিমাপ করা এবং প্রয়োজনে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা।
৯. কর্মস্থলে (কারখানা বা প্রতিষ্ঠান) সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে হাত পরিস্কারক সামগ্রী রাখা এবং নিয়মিত সেগুলো পুণভর্তি করা।
১০. পর্যাপ্ত সংখ্যক সাবানের ব্যবস্থাসহ প্রধান ফটকে হাত ধৌতকরণ-স্থান নির্দিষ্ট করা।
১১. কারখানায় প্রবেশের সময় সকল শ্রমিক-কর্মচারীর হাত ধৌতকরণ বা জীবাণুমুক্তকরণ নিশ্চিত করা।
১২. হাত ধৌতকরণ বা জীবানুমুক্তকরণের প্রতিটি স্থান/পানির কলের মধ্যে ন্যূনতম এক মিটার দূরত্ব নিশ্চিত করা।
১৩. হাত ধৌতকরণ এবং জীবানুমুক্তকরণের সঠিক পদ্ধতিগত নির্দেশাবলি দৃষ্টিগোচরস্থানে প্রদর্শণ করা (যেমন-উভয়হাত কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে ধৌত করা)।
১৪. হাত ধোয়ার পর শুকানোর জন্য ড্রায়ার বা টিস্যু পেপারের ব্যবস্থা রাখা।
১৫. কারখানার বাইরে সভা-সমাবেশ, গণপরিবহন, ভীড় এবং বিভিন্ন ধরনের সমাজিক অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলতে শ্রমিকদের উৎসাহিত করা।
১৬. হ্যান্ডসেক/কোলাকুলি থেকে বিরত থাকুন।
১৭. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, আইএলও এবং বিজিএমইএ প্রদত্ত নির্দেশনা ও স্বাস্থ্য প্রটোকলসমূহ কঠোরভাবে মেনে চলুন।

আশা করি সকলের সম্মিলিত ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে।

সকলের সু-স্বাস্থ্য কামনায়।

ধন্যবাদান্তে,

ফারুক হাসান
সভাপতি